



### ৫৬- সূরা আন্ নাজ্‌ম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম নক্ষত্রটির যখন উহা নিপতিত হয়,

وَالْتَجِيمُ إِذَا هَوَىٰ ②

৩। তোমাদের সাথে পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই;

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ③

৪। এবং সে নিজ প্ররক্তির বশেও কথা বলে না ।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ④

৫। ইহা কেবল এমন ওহী যাহা (আল্লাহ্‌র সনীপ হইতে) ওহী করা হইতেছে ।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُؤْتَىٰ ⑤

৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্‌) তাহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন;

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑥

৭। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশমান শক্তিসমূহের অধিকারী ।  
অতঃপর তিনি নিজে (আরশের উপর) অধিষ্ঠিত হইলেন ।

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑦

৮। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করিলেন তখন) যখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তের উপরে ছিল ।

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑧

৯। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইল; তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামিলেন ।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑨

১০। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল ।

كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑩

১১। অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি উহাই ওহী করিলেন যাহা তিনি ওহী (করিবার সিদ্ধান্ত) করিয়াছিলেন ।

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑪

১২। (মুহাম্মাদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নাই যাহা সে দেখিয়াছিল ।

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑫

১৩। তোমরা কি তাহার সহিত সেই সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছে ?

أَفْتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑬

১৪। এবং নিশ্চয় সে তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছে,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

১৫। সর্বশেষ প্রাপ্তবর্তী কুল রক্ষুর নিকটে,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝

১৬। উহার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থানের জামাত  
রহিয়াছে।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝

১৭। (সে এই দৃশ্য তখন দেখিয়াছিলেন) যখন কুল রক্ষকে উহা  
(প্রশী-বিকাশ) আচ্ছাদন করিতেছিল যাহা (ঐসময়) আচ্ছাদন  
করিয়া থাকে।

إِذْ يَخُفُّ السَّيْدَةُ مَا يَخْفَىٰ ۝

১৮। তাহার দৃষ্টি তখন বিদ্রাভও হয় নাই এবং নক্ষা  
অতিক্রমও করে নাই।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝

১৯। নিশ্চয় সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে  
সর্বাধিক মহান নিদর্শন দেখিয়াছিল।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

২০। এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্যার অবস্থা  
শুনাও;

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝

২১। এবং আরও একটি তৃতীয় (প্রতিমা) 'মানাতের' অবস্থাও  
শুনাও।

وَمَنْوَةُ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَىٰ ۝

২২। কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাহার জন্য কন্যা  
সন্তান?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

২৩। তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অসংগত বস্তুটন।

بَلَلَكُمْ إِيَّاهُ فَسَمِعْتَهُ ۝

২৪। ইহা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যাহা তোমরা এবং  
তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রাখিয়াছে, উহাদের জন্য আল্লাহ্ কোন  
দলীল-প্রমাণ নাযেন করেন নাই। তাহারা শুধু অনীক  
কল্পনার এবং উহার অনুসরণ করে যাহা তাহাদের প্ররতি  
কামনা করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের  
নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়াছে।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  
مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَمَا هُيَؤُوه إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ  
رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝

২৫। মানুষ যাহা কামনা করে তাহাই কি সে পায়?

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا يَشَاءُ ۝

২৬। বস্তুতঃ পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহ্রই জন্য।

بَلْ قَوْلِهِ الْاِخِرَةُ وَالْاُولَىٰ ۝

২৭। এবং আকাশসমূহে কত ফিরিশ্তা, যাহাদের শাফায়াত  
(সুপারিশ) কাহারও কোন উপকার আসে না, কেবল ইহা ছাড়া  
যে, (এইরূপ করার) অনুমতি দেন আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে যাহাকে  
তিনি চাহেন এবং যাহার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন।

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ  
شَفَاعَتُهُمْ اِلَّا مَنْ يَّؤْذَنُ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ  
يَزِيْغُهُ ۝

২৮। নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারা ই বস্তুতঃ জীবনোকের নামানুসারে ফিরিশ্বাদের নামকরণ করিয়া থাকে ;

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً لَّأَنَّهُمْ ①

২৯। অথচ এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা শুধু ধারণার অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ ধারণা সত্যের মোকাবেলায় আদৌ কোন উপকারে আসে না।

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَسْمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ②

৩০। সূতরাং তুমিও তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, যাহারা আমাদের সম্বরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং পাখিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না।

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوْلٍ مِنْ قَوْلِ الْكَافِرِينَ وَ لَوْ كَانُوا يَرَوْنَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ③

৩১। এই তো তাহাদের জ্ঞানের পরিধি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে ভালরূপে জানেন যে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ভালরূপে জানেন যে হেদায়াতের পথে চলিয়াছে।

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ④

৩২। এবং আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন, এবং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তমভাবে পুরস্কার দান করেন;

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَسْأَعُونَ وَ يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَسْأَعُونَ ⑤

৩৩। যাহারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল ঈশ্বরের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা ছাড়া। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদিগকে তখন হইতে ভালভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মুক্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুপ্তায়িত ছিলে। অতএব তোমরা নিজদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিও না। তিনি তাহাকে সর্বাধিক জানেন যে তাকুওয়া অবলম্বন করে।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وَ يَمُنْ أَتَقُونَ ⑥

৩৪। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (হেদায়াত হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়,

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي قَوْلَى ⑦

৩৫। এবং যে অল্প দান করে এবং কৃপণতা করে ?

وَ اعْطَى قَلِيلًا وَ أَاكْدَى ⑧

৩৬। তাহার নিকট কি অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে যাহার ফলে সে (নিজ পরিণামকে) প্রত্যক্ষ করিতেছে ?

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ⑨

৩৭। তাহাকে কি উহা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় নাই যাহা মসার কিতাবসমূহে আছে,

أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝

৩৮। এবং ইব্রাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিলেন—

وَلِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝

৩৯। এই যে, কোন ভারবাহী আশ্বা অনা কাহারও ভার বহন করিবে না।

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرِزْرًا ۝

৪০। এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নাই কেবল উহা বাতীত যাহার জন্য সে চেষ্টা করে;

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

৪১। এবং এই যে, তাহার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হইবে,

وَأَن سَعِيَّهٖ سَوْفَ يُرَىٰ ۝

৪২। অতঃপর তাহাকে পূর্ণ মাপায় পুরস্কার প্রদান করা হইবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝

৪৩। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে;

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝

৪৪। এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান;

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝

৪৫। এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান করেন;

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝

৪৬। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া— নর ও নারী,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

৪৭। শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (ভরায়তে) নির্গত করা হয়;

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُنْفَخَىٰ ۝

৪৮। এবং এই যে, পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর;

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ ۝

৪৯। এবং এই যে, তিনিই ধনী করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন;

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝

৫০। এবং এই যে, তিনিই শি'রা (লুক্ক) নক্ষত্রের মালিক;

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۝

৫১। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন,

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝

৫২। এবং 'সামুদ' জাতিকেও, এবং তিনি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই;

وَسَمُودَ ۖ فَمَا أَبْقَىٰ ۝

৫৩। এবং তাহাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও— তাহারা অত্যন্ত  
যায়েম এবং বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ছিল—

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْلَمَ ۝

৫৪। এবং (নূতের জাতির) উনটানো জনপদসমূহকেও তিনিই  
ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন,

وَالْمُؤَنَّفِكَ أَهْلَى ۝

৫৫। অতঃপর উহাদিগকে সেই জিনিস আরত করিল যাছা  
এমতবস্থায় আরত করিয়া থাকে :

فَنَفْسُهَا مَا عَشِيَ ۝

৫৬। অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার প্রতিপালকের  
নিয়ামতসমূহের মধ্যে কোন কোনটির প্রতি সন্দেহ পোষণ  
করিবে।

فَيَا أَيُّهَا الْآءُ وَرَبِّكَ تَتَمَارَى ۝

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (আমাদের) এই  
(নবীও) একজন সতর্ককারী।

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأَوَّلَى ۝

৫৮। এই (জাতির ফয়সালায়) মুহূর্ত ঘনাইয়া  
আসিয়াছে,

أَزِفَتِ الْأَرْقَةُ ۝

৫৯। আল্লাহ্ বাতীত কেহই উহাকে টলাইতে পারে  
না।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

৬০। তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ?

أَفَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝

৬১। এবং তোমরা হাসিতেছ, এবং কাদিতেছ না—

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

৬২। এবং তোমরা আমোদ-প্রমোদ করিতেছ ?

وَأَنْتُمْ سِيدُونَ ۝

৬৩। অতএব (ওঠ ! এবং) আল্লাহ্র সমক্ষে সেজদা কর  
এবং তাহার ইবাদত কর।

فَاسْجُدْ وَابْتَغِ الْوِلْدَانَ ۝